দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শিক্ষার সামাজিক ভিত্তি সামাজিক ভিত্তির শিক্ষা

ডঃ মোহাম্মদ আজহার আলী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) আজ আমাদের মাঝে স্বতঃই প্রশ্ন উঠছে ঃ

(১) স্কুল কি জ্ঞানকেন্দ্ররূপে সমাজ জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে?

(২) বাড়ি ও স্কুলের মাঝে সত্যিকারের কোন যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে?

(৩) সমাজ কি বাড়ি ও স্কুলের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনে সমর্থ হয়েছে?

(৪) শিক্ষক কি বাড়ি, স্কুল ও সমাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে সমর্থ হয়েছেন?

প্রতিটি প্রশ্নের 'হাঁ' বা 'না' উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকারণগুলো বিশ্লেষণ করে কর্তব্য নিরূপণ করতে হবে। স্কুল ও বাড়ির সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে পেস্টালৎসী বলেছেন –

"বাড়ি আর স্কুলের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকবে না। স্কুলের কাজ হচ্ছে শিক্ষার ভেতর দিয়ে সেইসব সকুমার বৃত্তি ও গুণাবলীর বিকাশ সাধন, যার মধ্যে পারিবারিক জীবনে মনোহারিত্ব ও আমেজ বিদ্যমান।"

মানুষ সামাজিক জীব। সে একা থাকতে পারে না। এরই জন্য চাই সমাজ। মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সৃষ্টি হয়। দলগতভাবে তারা মিলেমিশে থাকতে শুরু করে। একই আদর্শে, ধর্মে, কর্মে ও সামাজিক বাঁধনে যাদের জীবন গঠিত তারাই একত্রে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। সমাজের বাইরে মানুষের স্থান নয়। সমাজের মাঝেই তার উত্থান-পতন। প্রত্যেক সমাজের, প্রত্যেক জাতির একটা আদর্শ আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, জীবনধারা আছে, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য আছে। পাহাড়ের অধিবাসী মানুষ, সমতল ভূমিতে বসবাসকারী মানুষ, মুসলিম সমাজের মানুষ আর হিন্দু সমাজের মানুষ– প্রত্যেকেরই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। তাদের আচার-পদ্ধতি, নিয়মনিষ্ঠা, সভ্যতা ও ধর্মের অনুশাসন বিধি বিভিন্নমুখী। সমাজ এ সবেরই সমষ্টিগত রূপ। স্কুল এ সমাজেরই প্রতিচ্ছবি একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান। স্কুল জীবন আর সমাজ জীবন এক সূত্রে গ্রথিত। একে অন্যের পরিপূরক। স্কুল সমাজের শিক্ষাগত দাবীদাওয়া, প্রয়োজন, আদর্শ প্রভৃতি মেটানোর জন্য স্থাপিত। পাঠ্য বিষয়কোষসমূহ তদনুযায়ী রচিত।

আবার এও সত্য যে, একই সমাজে বাস করেও পারিবারিক প্রভাবে তাদের জীবন যাপন প্রণালী, দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন হতে পারে। ধনী, শিক্ষিত, উন্নত পরিবারের চালচলন, আদব-কায়দা, জীবনযাত্রা প্রণালী প্রতিবেশী কৃষি-কায়িক পরিশ্রমের মানব জীবন হতে স্বতন্ত্র। প্রতিবেশী বিভিন্ন জাতির অধিবাসীদের ধর্ম-কর্ম নিয়ম-নিষ্ঠা নিতান্তই আলাদা। সমাজ জীবনের এ বিচিত্র রূপ ফুটে উঠবে আমাদের পাঠ্য বিষয়কোষে এবং সমাজকে কেন্দ্র করেই পাঠ্য বিষয়বস্তু নির্ণীত হবে। তবেই শিক্ষা সমাজীকরণের পথে অগ্রসর হবে।

সমাপ্ত